সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং ঃ পুলিশি সেবায় একটি নবতর উদ্যোগ

ভূমিকা:

আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন মাপকাঠিতে বাংলাদেশ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে এবং টেকসই করতে হলে টেকসই সুষ্ঠু আইন শৃঙ্খলার কোন বিকল্প নেই। আর টেকসই আইনশৃঙ্খলার জন্য জনগণের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা অত্যাবশ্যক। সেজন্য পুলিশকে গণমুখী ও জনবান্ধব করার জন্য সময়ের পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। এ সকল উদ্যোগ কিছু নেয়া হয়েছিল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের দাপ্তরিক আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং কিছু উদ্যোগ কতিপয় সৃজনশীল কর্মকর্তার কর্মক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। আইনগত পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতার মাঝে এ সকল উদ্যোগ নিঃসন্দেহে পুলিশের ভূমিকাকে আরও উজ্জ্বল করেছে এবং পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থার সংকট কাটিয়ে পুলিশ-জনতা সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

একটি গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি নাগরিকের পুলিশী সেবা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। একসময় বলা হতো জনসংখ্যার অনুপাতে পুলিশের সংখ্যা কম থাকায় সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জনগণকে কাংখিত সেবা প্রদান সম্ভব হয় না। সরকারের উদ্যোগে জনবল বৃদ্ধির পর যদিও পুলিশ-জনতা অনুপাত এখনও আন্তর্জাতিক মানের অনেক পিছনে, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় বর্তমানে পুলিশের সক্ষমতাও অনেক বেড়েছে। নবগঠিত বিভিন্ন বিশেষায়িত ইউনিটগুলো (যেমন-নৌ পুলিশ, ট্যুরিষ্ট পুলিশ ইত্যাদি) অনিবার্যতা স্বীকার করে পুলিশের প্রধান সেবাদান কেন্দ্র (Service Delivery Unit) হিসাবে থানার বর্ধিত জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনআকাঙ্খা পূরণের দিকে দৃষ্টি দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে ।

পুলিশকে কিভাবে জনমুখী ও জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা যায়, প্রতিটি থানার প্রত্যন্ত এলাকাতে কিভাবে পুলিশের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়, পুলিশের কার্যক্রমে কিভাবে আরো গতি আনা যায় এবং সর্বোপরি বিদ্যমান জনবলের সর্বোচ্চ ব্যবহারের নিশ্চিত করণের মাধ্যমে পুলিশকে কিভাবে একটি গতিশীল ও জনসেবী প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় এসব বহুমুখী প্রশ্নের সমাধানের পথ হচ্ছে সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং কার্যক্রম ।

বিট পুলিশিং এর আইনগত কাঠামো:

প্রশ্ন উঠতে পারে বিট পুলিশিং ও সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়। পিআরবি ৩৫৬ (চ) এবং ১০৮৭ তে বিট পুলিশিং এর বিষয় বর্ণিত আছে এবং সেটি শুধু শহর এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে শহর এলাকায় নিবিড় পুলিশিং সম্ভব হয়। বাংলাদেশের বিশাল বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে নিবিড় পুলিশিং এর কোন পদ্ধতি এখনও প্রচলিত নেই। বর্তমানে থানাগুলোর জনবল কাঠামো ও থানাগুলোর ইউনিয়ন সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বিট পুলিশিং এর কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা সম্ভব। থানার পুলিশি সেবা জনগণের একেবারে দোরগোড়ায় পৌছানো এবং পুলিশের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও গণমুখী করার প্রত্যয় নিয়ে ২০১৭ সালে পুলিশের সিলেট রেঞ্জের প্রতিটি পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শুরু করা হয় বিট পুলিশিং কার্যক্রম। যেহেতু বিট পুলিশিংয়ের মূল আইনি ভিত্তি/ নির্যাস অক্ষুন্ন রেখে শহর এলাকার বাইরে এটি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তার ঘটানো হয়েছে, সেজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে "সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং"।

প্রয়োজনের নিরিখে বিট পুলিশিং:

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে থানা, তদন্তকেন্দ্র, ফাঁড়ি ইত্যাদি ইউনিটগুলো থাকার পরও পুলিশের উপস্থিতি ইউনিয়ন পর্যন্ত নেয়ার কারণ বা যুক্তি কি । বর্তমানে থানাগুলো যে ভৌগলিক এলাকা নিয়ে গঠিত সেগুলোর মধ্যে আয়তনগত অনেক তারতম্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই থানার অধিক্ষেত্র অনেক বড় ও যাতায়াত ব্যবস্থাও দুর্গম। থানার অধীনে অনেকক্ষেত্রে একটি তদন্তকেন্দ্র বা ফাঁড়ি রয়েছে। অনেক ইউনিয়ন রয়েছে যেগুলো থানা থেকে ১৫/২০ কিলোমিটার বা আরও দূরে দূর্গম এলাকায় অবস্থিত এবং যাতায়াত ব্যবস্থাও ভাল নয়। দূরবর্তী এলাকার জনগণ খুব প্রয়োজন না হলে থানায় তেমন একটা আসেন না। আইনশৃংখলাজনিত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে অথবা মামলার

ঘটনাস্থল না হলে থানা থেকে পুলিশ সেসব এলাকায় নিয়মিত টহল বা অন্যবিধ প্রয়োজনে খুব একটা যেতে উৎসাহী হন না। ফলে জনগণের সাথে পুলিশের দূরত্ব তৈরি হয় যা থেকে জন্ম নেয় অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও ভুল বোঝাবুঝির। কমিউনিটি পুলিশিংসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে দীর্ঘদিন চেষ্টা করার পরও ভৌগলিক দূরত্ব ও সুনির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ কর্মসূচীর অভাবে এক্ষেত্রে কাংখিত মাত্রার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না । এছাড়া পুলিশের অনিয়মিত উপস্থিতির সুযোগে অপরাধীরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রাম্য টাউট ও দালালদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পায়। এলাকা থেকে অপরাধ, অগ্রিম গোয়েন্দা তথ্য প্রাপ্তির সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে। পুলিশের নজরদারি হ্রাস পায়। এমতাবস্থায়, সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে বর্ণিত সবগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।

বিট পুলিশিং কর্মকৌশল:

থানার অধীনে সাধারণত একটি পৌরসভা ও কিছু সংখ্যক ইউনিয়ন থাকে। অনেক থানার অধিক্ষেত্রে আবার কোন পৌরসভা নেই। পৌর এলাকা গঠিত হয় সাধারণত ০৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে। পৌর এলাকার জন্য ০৩টি ওয়ার্ডকে একটি বিট হিসেবে গণ্য করে শহরাঞ্চলে বিট পুলিশিং সংগঠিত করা হয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে গণ্য করা হয়েছে একটি বিট হিসেবে। প্রতি বিটের জন্য থানার একজন এসআই এবং একজন এএসআইকে যথাক্রমে বিট কর্মকর্তা ও সহকারী বিট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতি বিটের জন্য একটি করে মোবাইল সিম বরাদ্দ দেয়া হয়। ইউপি চেয়ারম্যানদের সাথে আলোচনা করে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে (যেগুলোতে ভবন নেই সেগুলো ব্যতীত) একটি করে কক্ষ নেয়া হয়েছে, যা সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং কর্মকর্তার কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিট কর্মকর্তা সপ্তাহে ২/৩ দিন এ কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে অবস্থান করে এলাকাবাসীর সাথে মত বিনিময় ও তাদের আইন শৃংখলাজনিত সমস্যা সমাধানসহ বিট কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত দায়িত্বগুলো পালন করেন।

ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন ধাপ। এ সংস্থাটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়ন পরিষদ রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে যেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশের সাথে সম্পর্কিত। যেমন আইন-শৃংখলা রক্ষা, নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, নারী শিশুদের কল্যাণ প্রভৃতি। ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কমিটি রয়েছে এবং এ কমিটিগুলো প্রতি মাসে সভায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- আইন-শৃঙ্খলা সভা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সভা, পারিবারিক বিরোধ নিরসন এবং নারী ও শিশু কল্যাণ সভা , চোরাচালান নিরোধ সভা প্রভৃতি। বিষয়গুলো পুলিশি দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত হলেও এ সংক্রান্ত সভাগুলোতে পুলিশের প্রতিনিধি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন না। বিট অফিসাররা যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদে তাদের সংশ্লিষ্ট বিট অফিসে সপ্তাহের বিভিন্ন নির্ধারিত দিনে উপস্থিত থাকেন, তাই ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় বিট অফিসাররা উপস্থিত থাকলে উক্ত ইউনিয়নের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন এবং দ্রুত পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। সেজন্যই ইউনিয়ন পরিষদকে সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং এর মূল কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিট কর্মকর্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাদের রিপোর্টিং সিস্টেমও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে একজন বিট কর্মকর্তাকে ১৩টি সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে এর পরিধি আরো বাড়ানো হয়েছে। কর্মপরিধি (TOR) সুনির্দিষ্ট থাকায় কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই সকল বিট কর্মকর্তা একই রকম দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। দায়িত্বগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে এলাকার মাদক বিষয়ক, ওয়ারেন্টধারী, অপরাধী, ভাড়াটিয়া ও প্রবাসীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ও উঠান বৈঠক করা ইত্যাদি।

সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং কার্যক্রমে থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বিট পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে মামলা তদন্ত, আসামী গ্রেফতার, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন । এ সমস্ত

কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি থানার প্রতিটি প্রান্তে নিবিড় পুলিশিং নির্ভূলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এর ফলে একদিকে যেমন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে অন্যদিকে পুলিশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হচ্ছে।

বিট পুলিশিং এর প্রত্যাশিত সুফল:

এ কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং থেকে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যাবেঃ

১। পুলিশের সাথে জনগণের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। পুলিশ-জনগণের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাবে।

২। প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ তাদের প্রয়োজনে সহজেই পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ করতে পারবেন।

৩। জনগণ তাদের সমস্যাবলী খুব সহজেই পুলিশকে জানাতে এবং প্রতিকার চাইতে পারবেন। এজন্য ১৫/২০ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করার প্রয়োজন পড়বে না। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স পর্যন্ত গেলেই হবে।

৪। ইউনিয়ন পর্যন্ত পুলিশের উপস্থিতির কারণে এলাকায় অপরাধ, মাদকের ব্যবসা ও ব্যবহার, জঙ্গীদের হুমকি, নারী ও শিশুদের প্রতি অপরাধ প্রবণতা(যেমন- ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ)হ্রাস পাবে।

৫। বিট কর্মকর্তা স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ের ছোটখাট বিরোধ নিস্পত্তি করতে সক্ষম হবেন। যার মাধ্যমে সমাজে বসবাসকারী নাগরিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে, সমাজে শান্তি শৃংখলা উন্নত হবে।

৬। নিজ নিজ বাড়ীঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটেই পুলিশের উপস্থিতি থাকায় মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ(Sense of Security) বিরাজ করবে এবং মানুষ অনেকটা আশ্বস্ত থাকবে।

৭। পুলিশ কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের অপরাধ চিত্র, অপরাধীদের তথ্য, অগ্রীম গোয়েন্দা তথ্য, নিরাপত্তা ঝুঁকিসহ গণতান্ত্রিক পুলিশিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

৮। এলাকার টাউট, দালাল, প্রতারক, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাস্তানদের দৌরাত্ম হ্রাস পাবে।

৯। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম শক্তিশালী হবে।

১০। থানায় মোতায়েনকৃত জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হবে।

১১। পুলিশের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হবে।

১২। এলাকার বিরাজমান দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ নিস্পত্তির সূচনা ঘটবে।

১৩। আমাদের আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় মামলা জট বা Case Backlogging সমস্যা প্রকট। বিবদমান পক্ষগুলোকে স্থানীয় ও প্রাথমিক পর্যায়ে বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে বিট পুলিশিং ভূমিকা রাখতে পারে। একে সীমিত পরিসরে ADR বা Alternative Dispute Resolution হিসাবে গণ্য করা যায়।

১৪। পারিবারিক সহিংসতা বা Domestic Violence এর শিকার নারীরা বিট কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ করে কিছু প্রতিকার পান। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই এসব নারীরা থানায় গিয়ে অভিযোগ করার মত আর্থিক, মানসিক বা সামাজিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন না।

১৫। জনবহুল বাংলাদেশে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল ভূমি। গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভূমির মালিকানা নিয়ে উদ্ভূত বিরোধ, হানাহানি, খুন তথা ফৌজদারি অপরাধে পর্যবসিত হয়। বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে এই সব শরিকি বিরোধ ও শত্রুতা প্রাথমিকভাবে নিষ্পত্তি করা যায়; যা গুরুতর অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা হ্রাস করে।

১৬। ইভ টিজিং, যৌতুক, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা নিরসন জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করা অতীব জরুরী। সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং এমন একটি মাধ্যম যার সাহয্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব অপরাধ প্রতিরোধ করা যায়।

১৭। প্রচলিত ধারার পুলিশিং যা অপরাধ সংঘটনের পরে কার্যক্রম শুরু করে, তাকে আমরা সাধারণভাবে বলি Reactive Policing. অন্যদিকে অপরাধ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে বলে Proactive Policing বা উদ্যোগী পুলিশিং এর একটি কার্যকর হাতিয়ার বা (tool) হল বিট পুলিশিং।

উপসংহার ঃ

সিলেট রেঞ্জ পুলিশে নব সংযোজিত এই সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং কার্যক্রমের ফলে সিলেট বিভাগের প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় পুলিশের নিয়মিত পদচারণা বিদ্যমান। যার ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ পুলিশী সেবা পাচ্ছে সেই সাথে বাড়ছে পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থার জায়গা । সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং কার্যক্রমের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করার জন্য দাবি উঠছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে। আগামীর সম্ভাবনাময় উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সম্প্রসারিত বিট পুলিশিং কার্যক্রম সিলেট রেঞ্জের পাশাপাশি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়বে বলে আশা করি।

নিবন্ধকার ঃ মোঃ কামরুল আহসান, বিপিএম(বার),
ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ ।